দুর্নীতি দমন কমিশনের মাসিক প্রকাশনা

দুদক বার্তা

- ৮ম বর্ষ
- ২৪তম সংখ্যা
- জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
- মাঘ ও ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

এক নজরে

- সম্পাদকীয়
- ফাঁদ অভিযান
- হটলাইনভিত্তিক অভিযান
- গ্রেফতার
- বিচার ও দণ্ড
- উল্লেখযোগ্য মামলা

১০৬ নম্বরে ফ্রি কল করুন

দুর্নীতি দমন কমিশনে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ।

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি দমন কমিশন মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভায় দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আমরা ইতিহাস জানি কিন্তু তা মানি না, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হয় জানি, কিন্তু নিই না। ২১ ফেব্রুয়ারি কি শুধু বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন ছিল ? এমন প্রশ্ন রেখে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, এটি ছিল অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন এবং চরম অব্যস্থাপনার বিরুদ্ধে এবং ন্যায়ের পক্ষে সমন্বিত প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ। আমরা যদি এই আন্দোলন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতাম, তাহলে আমাদের এই পবিত্র মাটিতে প্রতিটি সংস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি বাসা বাধতে পারতো না।

বাস্তবতা হচ্ছে দুর্নীতি আমাদের সমাজকে বিপন্ন করে তুলতে চায়। একদিনে দুর্নীতির এই বাড়-বাড়ন্ত ঘটেনি। দীর্ঘদিনের পদ্ধতিগত শৈথিল্যের কারণেই দুর্নীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বাধতে পেরেছে। দুর্নীতির এই বাসা ভেঙ্গে ফেলার বহুমাত্রিক ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন। কমিশন দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তদের যেমন মামলা মোকদ্দমার মাধ্যমে আইন-আমলে আনার চেষ্টা করছে, তেমনি দেশের প্রতিটি মহানগর, জেলা, উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩,৭৩৬টি দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছে। দুর্নীতি দমন কমিশন এসব দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির তত্ত্বাবধানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দেশের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'সততা সংঘ' গঠন করেছে। সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দকে এসকল কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আগামী প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে নিয়ে দুর্নীতি তথা সকল প্রকার অনৈতিকতার বিরুদ্ধে সমন্বিত সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কমিশন এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সততা ও নৈতিকতা ব্যবহারিকভাবে প্রাত্যহিক জীবনে নিবিড় চর্চার বিষয়। দুদক এই উদ্যেশ্যে তরুণ প্রজন্মের মাঝে সততা ও নৈতিকতাকে শাণিত করার জন্য বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কমিশনের এই কার্যক্রমের নতুন সংযোজন হচ্ছে সততা স্টোর। অভিনব এই স্টোর বা দোকান স্থাপন করা হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এসব দোকানে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ রয়েছে, রয়েছে প্রতিটি পণ্যের মূল্য তালিকা, পণ্যমূল্য পরিশোধের জন্য ক্যাশ বাক্স ইত্যাদি, নেই শুধু বিক্রেতা। শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে ক্যাশ বাক্স পণ্য মূল্য পরিশোধ করছে। কমিশনের নিকট এখন পর্যন্ত এসকল স্টোর পরিচালনার ক্ষেত্রে অনৈতিকতার কোনো অভিযোগ আসেনি। এই স্বচ্ছতা এবং সততা কমিশনকে আশান্বিত করছে। এই প্রেক্ষাপটে কমিশন কর্তৃক কেবল ২০১৮ সালেই ১,১৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর গঠন করা হয়েছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল (ইউএনডিপি) সততা স্টোর গঠনে দুর্নীতি দমন কমিশনকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া কমিশনের নিজস্ব অর্থায়নেও সততা স্টোর গঠন করা হচ্ছে। এ থেকে স্পষ্ট ইতোমধ্যেই সমাজশক্তিকে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার প্লাটফর্ম সৃষ্টি করেছে কমিশন।

মানুষ ঘুষ দেয়া বন্ধ করলে
ফাইল আটকে রাখারও অবসান ঘটবে

ফাঁদ অভিযান

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে কমিশন ফাঁদ পেতে ঘুষের টাকাসহ ০২ (দুই) জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
নাজিম উদ্দিন আহমেদ, রাজস্ব কর্মকর্তা, প্রশাসন ও স্টাফ শাখা, কাস্টমস হাউজ, চট্টগ্রাম।	সরকারি চাকুরিতে কর্মরত থেকে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন শিপিং এজেন্টদের চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে পোর্ট ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার সময় বৈধ পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত হিসেবে ঘুষ গ্রহণ এবং উক্ত আদায়কৃত ঘুষের ৫,৮৫,৫০০/- টাকা পাচার।
আশিকুর রহমার, জেলা আনসার কমান্ডেন্ট, নীলফামারী ও সাবেক জেলা আনসার কমান্ডেন্ট, ১৭ ব্যাটালিয়ান, লামা, বান্দরবান।	আশিকুর রহমান, তৎকালীন জেলা আনসার কমান্ডেন্ট, ১৭ ব্যাটালিয়ান, লামা, বান্দরবান-এ কর্মরত থাকাকালে দুদকে দাখিলকৃত অভিযোগের অনুসন্ধান হতে অব্যাহতি পাওয়ার আশায় দুদক কর্মকর্তাকে ১(এক) লক্ষ টাকা ঘুষ দেওয়ার সময় দুদক ফাঁদ পেতে হাতে-নাতে গ্রেপ্তার করেন।

গ্রেফতার

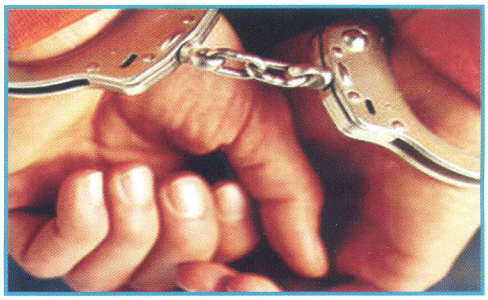

কমিশনের বিভিন্ন মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ আইনি প্রক্রিয়ায় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ মাসে ৮(আট) জন আসামিকে গ্রেফতার করেছেন। গ্রেফতারকৃত কতিপয় আসামির বিবরণ:

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ আকতার হোসেন, অফিসার (অবঃ) সোনালী ব্যাংক লিঃ, ভাটিয়াপাড়া শাখা, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।	পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণামূলকভাবে ভুয়া ঋণ দেখিয়ে সোনালী ব্যাংক লিঃ, ভাটিয়াপাড়া শাখা, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ হতে ২,৫৫,০৭,৫৬৪/- টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ।
মো: আমান উল্লাহ আমান, চেয়ারম্যান, ৮নং চাদঁপুর ইউনিয়ন পরিষদ, বরিশাল সদর, বরিশাল।	পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণামূলকভাবে ভিজিএফ কার্ডধারী ২৫১ জনকে ২০ কেজি করে চাল কম দিয়ে মোট ৫.০২ মে: টন চাল যার মূল্য ১,৮২,৪২৬/- টাকা আত্মসাৎ।

দুদক অভিযোগ কেন্দ্র
হটলাইন-১০৬

অভিযোগ কেন্দ্র (১০৬) ভিত্তিক অভিযান

অভিযানের সংখ্যা	অভিযানভুক্ত কতিপয় দপ্তর/প্রতিষ্ঠান
৯৭টি	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার; রাজউক; কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম; তিতাস গ্যাস; সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল; ঢাকা ওয়াসা; বিআরটিএ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; গণপূর্ত অধিদপ্তর ইত্যাদি।

দুর্নীতির কোনো ঘটনার প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য যেকোনো ফোন

গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার ও দণ্ড

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ৫৬টি মামলায় বিচারিক আদালতের রায়ের মধ্যে ২৭টিতে সাজা হয়েছে। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলা।

আসামির পরিচিতি	বিচারিক আদালতের রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ মহসিন মিয়া, মালিক মেসার্স মহসিন এন্ড ব্রাদার্স কোতয়ালী, ফরিদপুর।	আসামি মোঃ মহসিন মিয়াকে ৪০৬ ধারায় ০৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৬৬,৪২,০৩৫/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৪২০ ধারায় ০৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান।
মোঃ শওকত হোসেন মোল্যা, সাবেক ক্যাশিয়ার কাম সাব এ্যাকাউনটেন্ট গোপালগঞ্জ শাখা, সোনালী ব্যাংক লিঃ, গোপালগঞ্জ ও অন্যান্য ৬জন।	আসামি (১) মোঃ শওকত হোসেন মোল্যাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ ৪৭,০২,৬২৮/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৪৬৭ ধারায় ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৫(২) ধারায় ০৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং (২) অমল চন্দ্র বিশ্বাস, (৩) মোঃ মঞ্জুরুল হক, (৪) মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা, (৫) গোলাম মোহাম্মদ হোসেন, (৬) দিলীপ কুমার মন্ডল ও (৭) ইউসুফ আলী খন্দকার প্রত্যেককে ৪০৯/১০৯ ধারায় ০৮ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৪৭১ ধারায় ০৫ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৫(২) ধারায় ০৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান।
মোঃ মুনতাসির হোসেন, ইউনি পে-২, বাংলাদেশ, ৮/২ পরিবাগ, মোতালেব প্লাজা, ঢাকা ও অন্যান ০৫ জন।	আসামি মোঃ মুনতাসির হোসেন ও অন্যান্য ০৫ জনের বিরুদ্ধে ১২ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৭০২,৪১,১১,৭৮৪/- টাকা জরিমানা এবং ফ্রিজকৃত ৪২০,১৪,২৯,৬৬৩/- টাকাসহ আসামিদের পরিচালিত সম্পত্তিসমূহ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত।

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

কমিশন জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ৩৬টি মামলা দায়ের করেছেন। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামির পরিচিতি	বিচারিক আদালতের রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ দেলোয়ার হোসেন, এস আই (স:), ক্লার্ক, ০১ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান, উত্তরা ঢাকা।	দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ১,৩৭,৫৯,৫২৭/- টাকার জ্ঞাত আয় বর্হিভূত সম্পদ অর্জন।
মোঃ আশরাফ উদ্দীন সেলিম, চেয়ারম্যান মেসার্স ভেনারেবল এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ও অন্যান্য ০৫জন।	পরস্পর যোগসাজশে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক ভূয়া রেকর্ডপত্র সৃজন করে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, হাজারীবাগ শাখার মাধ্যমে কিউ, আই, বি পি নামে ১,০৯,৬৬,৭৬১/- টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ এবং পরবর্তীতে উক্ত অর্থ স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে লেয়ারিং করার অপরাধ।
মিসেস রোজিনা আহম্মেদ, প্রো: মেসার্স পিসি, গুলশান-১, ঢাকা ও অন্যান্য ১২ জন।	ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে পরস্পর যোগসাজশে বেসিক ব্যাংক লিঃ, গুলশান শাখার ৬,৩৭,৮৫,০৩৯/- টাকা যা সুদাসলে ৭,৯২,৪২,৩৯৩/- টাকা আত্মসাৎ।

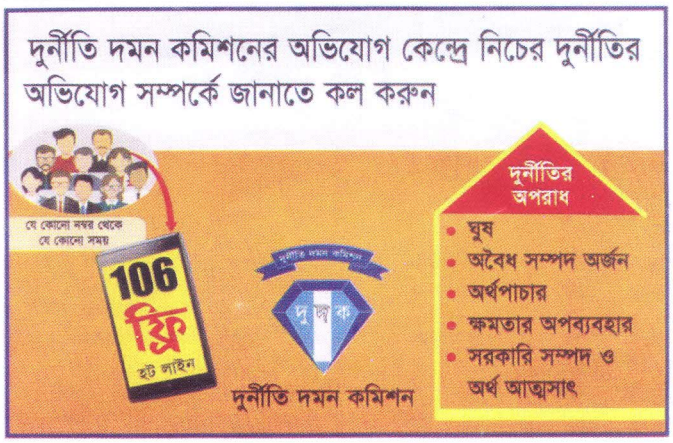

কে দুদকের অভিযোগ কেন্দ্রের **হটলাইন-১০৬** নম্বরে ফ্রি কল করুন।

সভা-গণশুনানি-অভিযান কর্মসূচী

পাবনায় গণশুনানিতে বক্তব্য রাখছেন দুদক কমিশনার এ.এফ.আমিনুল ইসলাম।

দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ-এর সঙ্গে মতবিনিময় করছেন ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট এর টেকনিক্যাল ডিরেক্টর রবার্ট লকারি।

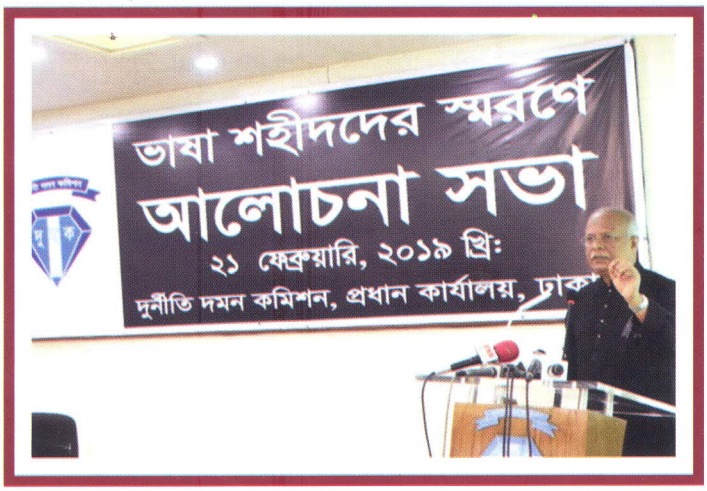

ভাষা শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র -১০৬ এ অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র -১০৬ এ অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬ এ অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান।

যোগাযোগ : নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয় ১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা, ফোন: ৯৩৫৩০০৪-৮
ওয়েব সাইট : www.acc.org.bd